আমার কবরে তুমি মাটি খুঁড়ছো ?

টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮)
অনুবাদ : মসিহ্উদ্দিন শাকের

‘‘প্রিয়তম, তুমি কি আমার কবরে মাটি খুঁড়ছো,
চিরসবুজ কোনো গাছ লাগাবে বলে ?’’
‘‘আরে না, আপনার স্বামী তো গতকালই বিয়ে করেছেন
এক ধনী মহিলাকে। বলেছেন,
আপনি নাকি আর দুঃখ পাবেন না,
যেহেতু সব কিছুর ওপরে গেছেন চলে।’’
‘‘তাহলে কে খুঁড়ছো মাটি ?
আমার কোনো নিকট আত্মীয় ?’’
‘‘না, না, ওঁরা তো ভাবছেন,
কী হবে লাগিয়ে গাছের চিহ্ন !
কবরের যত্নে কি এসে যায়
যখন মরণেই জীবন বিচ্ছিন্ন।’’
‘‘কিন্তু কেউ তো মাটি খুঁড়ছো ! তুমি কি শত্রু আমার ?
কবরের মাটি খুঁড়ে ঝরাচ্ছো ঘাম ?’’
‘‘না, যে-নারীর কথা ভাবছেন
তিনি আপনার চলে যাওয়াতেই খুশি,
তাঁর আগ্রহ নেই জানার কোথায় আপনার শেষ বিশ্রাম।’’
‘‘তাহলে কে তুমি এভাবে মাটি খোঁচাও ?
আমি বুঝতে পারছি না, তোমার পরিচয় দাও।’’
‘‘আমাকে চিনতে পারছেন না ?
আমি আপনার ছোট্ট কুকুরটি।
দুঃখিত, আপনার বিশ্রামে ব্যঘাত করলাম
খুঁড়তে গিয়ে মাটি।’’
‘‘ও, ওটা তাহলে তুমি ! এতোক্ষণ বুঝিনি কেন যে,
অন্তত একটি হৃদয় যায়নি আমাকে ছেড়ে ?
মানুষের মাঝে যেই ভালবাসা নেই,
তা আছে একটা ছোট্ট কুকুরে ?’’
‘‘মালিক, আসলে আমি মাটিটা নরম পেয়ে
একটা হাড় পুঁতছিলাম,
যা পরে খিদে পেলে খাওয়া যাবে তুলে।
খুবই দুঃখিত, এটা যে আপনার বিশ্রামের জায়গা
একদম গিয়েছিলাম ভুলে।’’

এখানে এখন

আমিরুল বাসার

এখানে মাছেরা সাঁতার কাটে না পুকুরে অথবা নদীতে
এখানে পাখিরা ওড়ে না কদাচিৎ আকাশে কিম্বা বাতাসে
এখানে স্বপ্ন ধুলায় লুটায়, ফুলেরা ফোটে না শাখে
রাত্রি এখানে জেগে থাকে একা সূর্য ওঠে না ভোরে।

এখানে জীবন-তার নেই দাম যতটা দামী পশু
এখানে মানুষ বেঁচে আছি যেন শেওলা ভাসা তৃণ।

এখানে রাস্তায় পড়ে থাকে একা খণ্ডিত জীবনানন্দ
এখানে ব্যাকুল ফোটে নাকো ফুল শিউলী কিম্বা পদ্ম
এখানে শুভ্র দুপায়ে লুটায় সমাজের যত পতি
জনে জনে তাই ব্যক্ত আজকে এত এত অসংগতি।

এখানে এখন।

নষ্ট পদ্য তোমাকে দিচ্ছি

প্রণব চক্রবর্তী

একটা রাতে আকাশ তোমার
হালুম মেঘ উড়িয়ে দিল
আনত আমি কুঁড়িতে মুখ
মেঘ জড়িয়ে জানতে গেলাম
আলোয় হ্রদে ছড়ানো থাকে
হাত বাড়িয়ে খনিজ মেলে

জল খেলবার দায় কিছু নেই
সম্বলে তো ডোবার ইচ্ছে
এবং কিছু আবছা আজ
উড়াব বলে বাড়িয়েছিলো

বস্তুত সেই রক্তে অপার
এত বনসাই ঝাঁপিয়ে উঠেছে
আর তখুনি আকাশ মানে
আমিও খেলাম সবাই-ই খায়

অতঃপরে হাজার চুমু
পোশাক সব ভাসছে হাওয়ায়

খোলাবুকের কাছে
বৃষ্টি গাছে গাছে
ফুল ফোটাব বলে
কতটা নিচে গেলে
বৃষ্টি অভিরুচি
এবং কাঁচকুচি

শাখায় কাঁপে রাত
কিছুটা শ্বাসাঘাত
কবাট ভেজা পাখি
ডানার সংঘাত

যেই উঠেছে জ্বলে
নিষেধ কম বলে
ধুতরো ফুলে বীজ
পাগল হবে বলে-

এবং কাটাকুটি
বৃষ্টি হলে ছুটি !

মদিগ্লিয়ানির নারী

রাফি হক

সত্যি যদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারি, তাহলে
এই নীল আকাশ
বেগুনী সমুদ্র
সবুজ শস্যভূমি
ভারমিলিয়ান রেড
টার্কোয়েজ ব্লু
পার্পল রিভার- আমার হবে...
সব আমার হবে

এই যে সাবানের ফেনার মতো জ্যোৎস্না
গায়ে মেখে বসে আছি’
ওল্ড স্পাইসের গন্ধ ছুঁয়ে আছে চারপাশ
যেনো স্বপ্নের মধ্যে নাভিমূলের স্বাদ...

লন্ডন থেকে প্যারিস কতদূর ?
হিথরোয় মিস করেছি কানেক্টিং ফ্লাইট,
ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মদিগ্লিয়ানির নারী
আকাশে ভাঙা কাঁচের টুকরোর মতো ঝলমল করে
নদীর কুল ভাঙ্গা শব্দের মতো
সোজাসাপটা তাকালো আমার দিকে—

সত্যি যদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারি, তাহলে
মদিগ্লিয়ানির জ্যোৎস্নামাখা স্নিগ্ধ উরুর নারী
ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি যাবে
মিউজ দ্যা পিকাসো- ল্যুভর
আইফেল টাওয়ার আমার হবে...
সব আমার হবে

আঃ বেঁচে থাকা কী সুন্দর